সংবাদ

তারিখ ... 07 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮ ...

টিআইবির তথ্য বিভ্রান্তিমূলক

কিছু কলঙ্ক শিক্ষকদের মধ্যে ঢুকেছে : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছে, 'বুধবার টিআইবি যে তথ্য দিয়েছে তাতে দেশবাসী বিভ্রান্ত হচ্ছে। তারা একের পর এক মিথ্যাচার করে, সরকারের কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করছে। সারা বিশ্ব থেকে টাকা পয়সা এনে সরকারের বিরোধিতা করছে তারা।'

মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে উচ্চ মাধ্যমিক উপবৃত্তি প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রংপুর সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করে একাদশের শিক্ষার্থীদের মোবাইল অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে উপবৃত্তির অর্থ বিতরণের উদ্বোধন করেন।

টিআইবিকে ইঙ্গিত করে মন্ত্রী বলেন, 'আমাদের মাথার ওপর এখন তারাই বসে আছেন যারা দুনিয়া থেকে টাকা আনছেন আর মিথ্যা কলঙ্ক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

কলঙ্ক : শিক্ষকদের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কথা রটাচ্ছেন।' তিনি জানান, 'এবার একাদশে ভর্তি নিয়ে কিছু জটিলতা ছিল শুরুতে, কিন্তু এখন তা দূর হয়ে গেছে। আপনারা যেখানেই আসন ফাঁকা পাবেন সেখানেই ভর্তি হবেন। এখনও দুই লাখ আসন ফাঁকা আছে। তাই ভর্তি নিয়ে ভীতি বা আতঙ্কের কিছু নেই।'

প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'কিছু কলঙ্ক শিক্ষকদের মধ্যে ঢুকেছে। আমরা পরীক্ষার আগে যে খাম পাঠাই তা খুলে তারা টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে। কিছু ধরে আমরা টিভিতে দেখাচ্ছি। এভাবে তাদের চিহ্নিত করা হচ্ছে।'

'মন্ত্রণালয় প্রশ্ন ফাঁসের বিষয় স্বীকার করে না'- টিআইবির এমন অভিযোগের বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'কিছু লোক বলছে আমরা স্বীকার করি না কিছু, কিন্তু আমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি আমিই প্রথম দেশে প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি প্রকাশ করেছি। আমার আগে কেউ বিষয়টি জানত-ই না। আমিই কয়েক বছর আগে একটি প্রশ্ন ফাঁসের বিষয় জানতে পেরে রাতেই পরীক্ষা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। বিষয়টি সাংবাদিকদের অনুরোধ করে আমিই প্রকাশ করেছিলাম। আজ আমার তথ্য নিয়েই তারা বড় বড় কথা বলছেন, মিথ্যাচার করছেন।'

শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'এটি উন্নয়নের বেদনা বলা যেতে পারে। যত উন্নয়ন হবে, সমস্যা ততই জটিল হবে। কারণ আমরা এখন কম্পিউটার পড়াচ্ছি, সে অনুযায়ী শিক্ষক পেতে একটু সমস্যা হবেই। আবার নারীদের বয়ঃসন্ধিসহ অন্যান্য বিষয় পড়াচ্ছি। প্রথম তো শিক্ষকরাও এ সব পড়াতে লজ্জা পেতেন। এত সমস্যার পরও যেসব পরিবারের কেউ কোনদিন স্কুলে আসেনি সেসব পরিবারের সন্তানরা এখন স্কুলে আসছে।'

শিক্ষাক্ষেত্রে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়ছে উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, মেয়েরা অনেক বেশি সুশৃঙ্খলতারও পরিচয় দিচ্ছে, সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। এমনকি কর্মক্ষেত্রেও তারা এখন অনেক বড় অবদান রাখছে।'

তিনি বলেন, 'উচ্চ মাধ্যমিকে তিনটি বোর্ডে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের অংশগ্রহণ ছিল বেশি। এটি আমাকে অনেক আশাবাদী করে তুলেছে।'

'শিক্ষায় বাজেট সবচেয়ে কম' মন্তব্য করে মন্ত্রী বলেন, 'তবু চাচ্ছি কম টাকায় বেশি কাজ করতে। সেজন্য টিকে থাকতে সহায়তা করতে শিক্ষার্থীদের আর্থিক অনুদান দেয়া হচ্ছে।'

অনুষ্ঠানের আয়োজকরা জানায়, এবার সারাদেশে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের একাদশের এক লাখ ২০ হাজার ১২০ শিক্ষার্থীকে ২৬ কোটি ৩০ লাখ ৪৩ হাজার ২০০ টাকার উপবৃত্তি প্রদান করা হবে।

একাদশের ছাত্রীদের মধ্যে ৪০ শতাংশ এবং ছাত্রদের মধ্যে ১০ শতাংশ শিক্ষার্থীকে এবার উপবৃত্তি দেয়া হবে। শিক্ষায় আগ্রহী করে তোলা, কর্মসংস্থান ও দরিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে গ্রহণ করা এ প্রকল্পের অধীনে সাত হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আলোচনা শেষে শিক্ষামন্ত্রী তার সামনে থাকা ল্যাপটপে রংপুর সরকারি কলেজের এক শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তির অর্থ প্রদানের মাধ্যমে মোবাইল ব্যাংকিং এর এই সেবাটি উদ্বোধন করেন। এই সময় অপর প্রান্তে রংপুর সরকারী কলেজের প্রিন্সিপাল ও শিক্ষার্থীদের সাথে স্কাইপিতে কথা বলেন মন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন বক্তব্য রাখেন। অন্যানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সৈয়দ আব্দুল হামিদ।